বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রকাশকের কথা

বেলায়তে মোত্‌লাকায়ে আহমদীর প্রবর্তক, গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হজরত মওলানা শাহছুফী সৈয়দ আহমদ-উল্লাহ (কঃ) প্রকাশ হজরত ছাহেব কেব্‌লা কাবার প্রবর্তিত তরীকার আদর্শবাহী- একটি আধ্যাত্ম, ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠন "আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী"। মানব এবং মানবতার কল্যাণে এই তরিকার বলিষ্ঠ ভূমিকা মানব মনের উৎকর্ষতা সাধনের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক চেতনায় যাবতীয় কর্মকান্ডের মূল প্রেরণা শক্তি কোরআন পাকের হেদায়তের অনুসরণে, ইসলামের হুকুম আহকাম ও রসুলে খোদার নির্দেশিত পথে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর তরিকা ছিলছিলা, শজরা, উসুল, আদর্শ, গাউছিয়ত নীতি, উসুলে সাবআ সপ্ত পদ্ধতির হেদায়াতের অনুগামী আদর্শের আলোকে উজ্জীবিত হওয়ার জন্য ১৯৪৯ সালে সাজ্জাদানশীনের অবস্থানের মধ্যে বিদ্যমান থাকিয়া সোলতানুল আওলিয়া খাদেমুল ফোক্‌রা হযরত মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ) "আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী" নামক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠনের বিধি বিধান সংশোধনী সহ "গঠনতন্ত্র" ১৯৬৯ সালে তিনিই সর্বপ্রথম প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে আমি লক্ষ্য করিয়াছি যে, অছীয়ে গাউছুল আজম এই সংগঠন যেই উদ্দেশ্য নিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহা বিভিন্ন প্রকাশনায় উস্‌কানীমূলক মুখরোচক কথাবার্তায়, নিয়ম বহির্ভূত কর্মতৎপরতায় বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি ও ভোগান্তির মধ্যে পড়ার কারণে তেমন ব্যাপক ও জোরালোভাবে সুগঠিত হইতে পারে নাই। এহেন অবস্থায় তাঁহার মনোনীত সাজ্জাদানশীন হিসাবে শিক্ষা দীক্ষা শজরাদান এবং ফতুহাত নিয়ন্ত্রণের অধিকারী এবং এই গাউছিয়ত জারীর সফলতা দানকারী সাব্যস্ত করিয়া তিনি এই সংগঠনকে সাফল্যের সহিত আগাইয়া নেওয়ার দায়িত্ব আমাকে প্রদান করিয়াছেন। যেমন তাঁহার জীবদ্দশায় প্রকাশিত "মানব সভ্যতা" এর ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "অত্র বইটি আমার জীবন সায়াহ্নে ছাপাইয়া যাইতে পারিব কিনা ভবিতব্য খোদাই তাহা ভাল জানেন। তাই বইটি ছাপাইবার জন্য আমাদের প্রচলিত "আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী" সমাজ সংস্কার ও নৈতিক উন্নয়নমূলক সমাজ সংগঠক পদ্ধতির সফলতার উদ্দেশ্যে "হানেফী মজহাব" এজমা ফতোয়ার ভিত্তিতে আমি যেইভাবে কামেল অলী উল্লাহর নির্দেশিত উত্তরাধিকারী গদীর "সাজ্জাদানশীন" সাব্যস্ত, তদ্‌মতে

আমার ছেলেদের মধ্যে যোগ্যতম ব্যক্তি সৈয়দ এমদাদুল হক মিঞাকে "সাজ্জাদানশীন" মনোনীত করিবার পর এই গ্রন্থটি তাহার হস্তে অর্পণ করিলাম।"

সাজ্জাদানশীন-এ-গাউছুল আজম, হজরত মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ) হযরত আকদাছের তরিকা শরাফতকে সমসাময়িক ও ভবিষ্যৎকালে শক্তিশালী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সুশৃংখল, নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের সাংগঠনিক হাতিয়ার হিসাবে "আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী" প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার মনোনীত "সাজ্জাদানশীন" হিসাবে আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী সমাজ সংস্কার ও নৈতিক উন্নয়নমূলক সমাজ সংগঠক পদ্ধতির সফলতার উদ্দেশ্যে আমাকে যেই দায়িত্ব প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার সুবাদে এই সংগঠনের শৃংখলা ফিরাইয়া আনার জন্য ১৯৬৯ ইংরেজীর গঠনতন্ত্রের নিয়ম নীতি অনুসরণ অনুকরণ করিয়া গাউছে পাকের শান, আজমত, জীবনী, কেরামত, শজরা, সিলসিলা-তরিকত, উসুল-নীতি, আদর্শ বিশ্বব্যাপী প্রচার প্রসার ও সামাজিক ন্যায়বোধ, জাতীর অর্থনৈতিক কল্যাণ সহ নিরক্ষরতার অভিশাপ হইতে মুক্ত করিয়া সমাজ ও জাতিকে কল্যাণ ও অগ্রগতির পথে নিয়া যাওয়ার মানসে আমার সভাপতিত্বে ৪/৪/২০০৬ ইংরেজী ২১ শে চৈত্র ১৪১২ বাংলা রোজ মঙ্গলবার সকাল ১১ ঘটিকার সময় মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ মনজিলে হোসাইনীর ৩য় তলায় সংগঠনের কাউন্সিল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, আঞ্জুমানের ১০১ টি শাখার প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে অছীয়ে গাউছুল আজম রচিত ১৯৬৯ সালের গঠনতন্ত্রের মুল ধারাকে অবিকৃত রাখিয়া এই "গঠনতন্ত্র" গ্রহণপূর্বক তাহা পূনঃ প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

উক্ত সংগঠনের উদ্দেশ্যাবলী ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে এই "গঠনতন্ত্র" সহায়ক ভূমিকা রাখিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। এতদুদ্দেশ্যে মহান রাব্বুল আলামিনের দরবারে আজিজি ও এল্‌তেজা রাখিলাম, মওলা আমাদের সহায় হোন। আমিন।

ইতি-

আলহাজ্ব মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী
সভাপতি ঃ আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী **(শাহ এমদাদীয়া)**
সাজ্জাদানশীন, গাউছিয়া আহমদীয়া মঞ্জিল
মাইজভাণ্ডার শরীফ, থানা ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

بسم الله الرحمن الرحيم ٥

نحمده و نصلى على رسوله الكريم ٥

ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ط و يغفر لكم ذنوبكم و الله غفور رحيم ٥

বিশ্ব নিয়ন্তা আল্লাহতায়ালা, বিশ্ব-ত্রাণ কর্তৃত্বগুণে বিশ্ব-দরদী "খোদায়ী অনুগ্রহ" পাপীদের জন্য আশীষ-বাণী দাতা হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) এঁর আদর্শ জীবন যাত্রায় "আল্ আমিন" বা বিশ্বস্ত জিম্মাদার উপাধি বাল্যকাল হইতে শেষ জীবন পর্যন্ত শত্রু, মিত্র সকলের দ্বারা স্বীকৃত বিশেষণ। সেই বিশেষণের প্রভাবে বিশ্ববাসীকে "আদলে মোত্লাক বা বিচার সাম্যের" দিকে আহ্বান করিয়া ঘোষণা করিতেছেন فاعدلوا ان العدل ذات التقوى (বিচার-সাম্য রক্ষা কর, কেননা বিচার-সাম্যই পরহেজগারীর মূল।) وَ اُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ আমি তোমাদের মধ্যে বিচার-সাম্য রক্ষার্থে আদিষ্ট হইয়াছি।

কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, বিচার-সাম্য, ধন-সঞ্চয় ও বন্টনে বুঝ-ব্যবস্থা এবং সামাজিক মানের ব্যাপারে, ধর্ম প্রাধান্যতার বিভিন্ন মতবাদের গোড়ামীর দ্বারা এই "আদলে মোত্লাক" বা বিচার-সাম্য, অতীতে মোকাইয়্যাদা যুগে নির্বিঘ্নে স্বীকৃতি লাভ করিতে পারে নাই। যেহেতু, বিশ্বের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পারিপার্শ্বিকতায় এই মানবীয় সত্য-সত্ত্বা মানবোধ অস্ত্রবলের নিকট মাথা নত ছিল। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও জাতিগত কল্যাণকামী ইচ্ছা বা স্বাধীনতার মান-বোধ পরিস্ফুটিত হইতে গৌণ বা দেরী ছিল। নবুয়ত যুগ ব্যক্তি মর্যাদা উন্মেষ যুগ বিধায় সর্বাত্মক বেষ্টিত চেতনা দান করিতে স্বভাবতঃই দুর্বল ছিল। তাই, وَ لَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى "অলল্ আখেরাতু খায়রুল্ লাকা মিনাল উলা", কোরাণ বাণী মতে, অনন্ত স্থিতিশীল বেলায়ত যুগের চাহিদা মতে 'বেলায়তে মোত্লাকা' যুগের বিকাশ দান করিতে সমর্থ হয়।

পাপীদের জন্য আশীষ স্বরূপ "শফিউল মোজনেবীন, রাহমতুল্লিল আলামীন" অমর হেদায়ত-ধারা এই বেলায়তে মোত্‌লাকা যুগে পূরবী সুর্যের মতো বহু বিঘোষিত এক অলীয়ে কামেলের জাতে পাকে ভৌগলিক মধ্য রেখার পূর্ব-পার্শ্বে প্রাকৃতিক বিশ্বাদর্শ ভূমি সাধনার পীঠস্থান চট্টলে, বিশ্ব-ত্রাণ কর্তৃত্ব গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ ছুফী ছৈয়দ আহমদ উল্লাহ মালামিয়া কাদেরী (কঃ) আল্লাহর বিশ্ব জনীন আশীষ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন এবং সার্বজনীন ঝামিলা মুক্ত সংসার জীবনে স্বাচ্ছ্যন্দদায়ী নিজ দৈহিক বা ভৌতিক আড়াল মুক্তি ও খোদা সান্নিধ্যতায় জাতিধর্ম নির্বিশেষে এই অতি কামনার হাড়-ভাঙা মেহনতী যুগে সহজসাধ্য ও গ্রহণযোগ্য দেখা যায়; তাঁহারই প্রবর্তিত মুক্তিবাণী **"সপ্ত পদ্ধতি বা উছুলে ছাবয়া।"**

অতএব, বিশ্ব-দরদী শান্তিকামী সেবক হিসাবে আমরা হজরত আক্‌দাছের বিশ্ব-ত্রাণ কর্তৃত্ববাণী বিশ্বের মুক্তি উন্মুখ খোদানুরাগী জনগণের নিকট পৌছাইতে মনস্থ করিয়া, এই সেবা-ধর্ম স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছি। যাহা বিগত ১৯৪৯ ইং সালে মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে প্রথম পত্তন হয়।

সাজ্জাদানশীন্ খাদেমুল ফোক্‌রা

সৈয়দ দেলাওয়ার হোছাইন মাইজভাণ্ডারী

প্রতিষ্ঠাতা,

আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী।

আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারীর উদ্দেশ্যাবলী ও লক্ষ্য

১। হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর ভক্ত, অনুরক্ত ও আশেকানদেরকে তাঁহার পবিত্র আদর্শে অনুপ্রাণিত করা।

২। ছালেক-সজ্ঞান খোদা-পথচারীকে নিয়মতান্ত্রিকতা ও শৃঙ্খলার দিকে আকৃষ্ট করা এবং হালাল ও সৎ রুজির চেষ্টায় উৎসাহিত করা।

৩। কলন্দর, মজজুব ও মগ্‌লুবুল-হাল বা ভাব-বিভোরচিত্ত ফকিরদিগকে বিভিন্ন আচার ও ধর্মীয় নিয়মমুক্ত ফকির বলিয়া স্বীকার করা এবং আচার-ধর্ম গোড়া লোকদের জুলুম ও অত্যাচার হইতে রক্ষা করা।

৪। এই মাইজভাণ্ডারী তরিকার অনুসারীদিগকে ইসলামী শরার বিধান মানিয়া চলিতে সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগীতা করা এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জনগণের ধর্মীয় স্বাধীনতা স্বীকার করা।

৫। ছুফী মতবাদী সম্প্রদায়ের সহিত ঐক্যতা বৃদ্ধি করা।

৬। এই মতবাদী জনগণের মুখ-পাত্র হিসাবে বার্ষিক বা ষান্মাসিক একটি সাময়িকী বা ম্যাগাজিন প্রকাশ করিয়া তাহার মাধ্যমে এই তরীকার বৈশিষ্টাদি প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করা।

৭। এই তরীকার মতবাদী জনগণের অভাব-অভিযোগাদি সরকার সমীপে পেশ করা এবং যথাযথ প্রতীকারের ব্যবস্থা করা।

৮। নৈতিক শিক্ষার জন্য ঃ- (ক) দারুল এরফান (পরিচয় জ্ঞান), (খ) দারুল মোনাজেরা (ভাব বিনিময় জ্ঞান), (গ) দারুল এব্‌লাগ (প্রচার জ্ঞান) ও (ঘ) দারুল এফ্‌তা (বিধি ব্যবস্থা) জ্ঞানদায়ক লাইব্রেরী শিক্ষার (দারুত তায়ালীম) বা শিক্ষাগারের ব্যবস্থা করা।

উপরোক্ত ৮ নং ধারার বিশ্লেষণ।

১ম মান- (دار العرفان) দারুল এরফান বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান।

(ক) এই মানে তাছাউফ বা আত্মশুদ্ধির নীতি-কথা মৌখিক বা লিখিত বই পুস্তক মূলে যথা, (১) বেলায়তে মোত্লাকা (২) মূলতত্ত্ব (৩) আয়নায়ে বারী (৪) মওলানা হাদী ছাহেব এবং দরবারী বিভিন্ন সুধিমণ্ডলী প্রণীত বই-পুস্তক, গান-গীতি, উপদেশাবলী, ইত্যাদিমূলে শিক্ষা দিতে হইবে।

(খ) সুপ্রসিদ্ধ বুজর্গানেদীনের জীবনী, বাণী বা কথামৃত এবং তাঁহাদের প্রচলিত বিভিন্ন তরীকা বা নিয়ম-পদ্ধতি ও আত্মশুদ্ধির পক্ষে কার্যকরী নিয়মাবলী জিকির, স্মরণ-সম্পর্ক বিষয়ে অভিহিত করা।

(গ) মোজাদ্দেদে জমানায়ে বেলায়তে মোত্লাকা খাতেমে জমানায়ে বেলায়তে মোকাইয়্যাদা হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মালামিয়া কাদেরী (কঃ) প্রবর্তিত اصول سبع বা বিশ্ব-ত্রাণ কর্তৃত্ব সম্পন্ন "সপ্ত পদ্ধতি" যথাযথভাবে বুঝাইয়া দেওয়া।

যথা ঃ- (১) ফানায়ে ছালাছা বা আত্মশুদ্ধির ত্রিবিধ বিনাশ অবস্থা।

(ক) ফানা আনিল খালক্ব-অর্থাৎ স্বাবলম্বী হওয়া বা পরমুখাপেক্ষিতা হইতে বিমুখ হওয়া কিম্বা কাহারও উপকারের প্রত্যাশা না করা। (খ) ফানা আনিল হাওয়া-অর্থাৎ অনর্থ কাজ ও কথা হইতে বিরত থাকা ও (গ) ফানা আনিল এরাদা--অর্থাৎ নিজ ইচ্ছাকে খোদার ইচ্ছাশক্তির নিকট বিসর্জন দেওয়া। ছুফী পরিভাষায় যাহাকে তছলিম বা রজা বলে।

(২) মউতে আরবায়া বা চতুর্বিধ বাসনার মৃত্যু বরণ।

(ক) মউতে আবয়্যাজ-যাহা উপবাসে, ত্যাগে ও সংযমে আয়ত্ব হয়। বাংলা ভাষায় যাহাকে সাদা-মৃত্যুর আলো-অর্জন বলা হয়।

(খ) মউতে আছওয়াদ বা কালো মৃত্যু-ইহা শত্রুর শত্রুতা ও নিন্দাতে অর্জন হয়।

(গ) মউতে আহমর বা লাল-মৃত্যু-যাহা অতি-লোভ ও কামভাব পরিহারে অর্জন হয় ও (ঘ) মউতে আখ্‌জার বা সবুজ মৃত্যু-যাহা নির্বিলাস জীবন যাপনে অর্জন হয়। (বেলায়তে মোত্‌লাকা গ্রন্থে বিশদ ব্যাখ্যা আছে)। এই স্তরে উন্নীত ব্যক্তির বেলায়তকে বেলায়তে-খিজরী বলে। তাঁহারা ছাহেবে তছ্‌রোফ বা রূহানী প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য হইতে দেখা যায়। তাঁহারা যাহা বলেন বা ইচ্ছা করেন, আল্লাহতায়ালা তাহা মঞ্জুর করেন। যেমন, মওলানা রূমী (রঃ) বলেন-

علم حق در علم صوفی گم شود - این سخن کئے باور مردم شود

হযরত আকদাছের এই বেলায়তে মোত্‌লাকায়ে আহমদীর বদৌলতে বা প্রভাবে বিভিন্ন ধর্মীয়, সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার জঞ্জালপূর্ণ নিগড়ে আবদ্ধ বেলায়তে মোকাইয়্যাদায়ে মোহাম্মদী যুগের সাধনা-পদ্ধতি বা তজকীয়ায়ে নফ্‌ছের বিধি-ব্যবস্থার তুলনায় মানবীয় চারিত্রিক উন্নয়ন, সংসার জীবন-যাত্রা সুগম, ভৌতিক আড়াল মুক্তি ও খোদা-সান্নিধ্যতার দিক দিয়া এই "উছুলে-ছাবয়া বা সপ্ত-পদ্ধতি"কে ঝামিলা-মুক্ত, সহজ-সাধ্য এবং সার্বজনীন রূপে দেখা যায়।

অতএব, বিশ্ব-কল্যাণকামী জনগণ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে এই বিশ্ব-মঙ্গলদায়ী সমিতির সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়া স্বীকার করা উচিত যে, (১) আমি অদ্বৈত খোদা শক্তিতে বিশ্বাসী ও একত্ববাদী, (২) কর্মফলের প্রতি আস্থাশীল ও সৎকার্যানুরাগী, (৩) পূর্ণ-মানবতা প্রাপ্ত ব্যক্তির ফজিলতে রব্বানী বা খোদায়ী শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী এবং (৪) নিজ দৈহিক প্রেরণা বা ভৌতিক-কামনার আড়াল মুক্তি এবং বিশ্ব-সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনোদ্দেশ্যে 'বেলায়তে মোত্‌লাকার' বিশ্ব-ত্রাণ কর্তৃত্ব সম্পন্ন 'সপ্ত-পদ্ধতিতে' আস্থাশীল।

২য় মান- (دار المناظره) দারুল-মোনাজেরা বা ভাব-বিনিময়।

এই মানে লাইব্রেরী শিক্ষার মাধ্যমে নৈশ-শিক্ষার প্রবর্তন। যাহাতে শিক্ষনীয় থাকিবে (১) বর্ণজ্ঞান (২) কলেমা (৩) আচার-ধর্ম বা উপাসনার নিয়মাবলী (৪) দৈহিক সাবলম্বী প্রেরণাদায়ী কর্ম ও উহার সন্ধান ও সম্ভব মত সাহায্য ব্যবস্থার উপায় (৫)

শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি স্ব-ধর্মে আস্থাশীল ও আচরণকারী কি না খবর লওয়া এবং (৬) আমাদের সমিতির কর্ম-পদ্ধতি ও লক্ষ্য বস্তু এবং উদ্দেশ্য ও নীতি সম্বন্ধে আলোচনা ও প্রচার বা তবলীগ।

৩য় মান-(دار الافتاء) দারুল এফ্‌তা বা বিধি ব্যবস্থা।

ইহা সদর কার্যকরী সংসদের নিয়ম অন্তর্গত বিধি-ব্যবস্থা জ্ঞান। যাহা সদর কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ কর্তৃক প্রবর্তিত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন জনিত আইন-কানুন বিধি ব্যবস্থাময় শৃঙ্খলাকে বুঝাইবে।

৪র্থ মান- (دار الابلاغ) দারুল এব্‌লাগ বা প্রচার সমবায় গঠন। এই মানে থাকিবে, (ক) এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৪র্থ শ্রেণীর শিক্ষা সমাপ্ত একজন নিয়মিত সদস্যের নেতৃত্বে গঠিত প্রচার-দল। যাহারা দায়রা এলাকাগুলিতে সমিতির রীতি-নীতির তবলীগ বা প্রচার করিবেন। (খ) অন্ততঃ মাসিক একবার জনগণকে খোদা-স্মরণ আনন্দ দান করিবেন। (গ) জিলা সদর কার্যালয় হইতে সাময়িকী, প্রবন্ধ, বুলেটিন, ইত্যাদি দ্বারা সমিতির উদ্দেশ্য ও মঙ্গলদায়ী কার্যকারীতার প্রতি জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেন। সমিতির সদস্য সংখ্যা বাড়াইতে চেষ্টা করিবেন। মধ্যে মধ্যে সমিতির মূল-নীতি বজায় রাখিয়া নিজ-শ্রেণীর জনগণকে খোদা-স্মরণ আনন্দ দান করিবেন। (ঘ) প্রত্যেক বাংলা মাসের ১০ তারিখে মিলাদে গাউছে আজমের পর কেন্দ্রীয় সংসদের দারুততায়ালীমের প্রধান শিক্ষক, সমিতির উন্নয়ন-মূলক প্রচেষ্টা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে উপস্থিত জনগণকে অভিহিত করিবেন। (ঙ) সম-বৎসরে দুই বার যথা, ২৭শে আশ্বিন এবং ২২শে চৈত্র উপযুক্ত কন্‌ফারেন্স বা সম্মেলন আহ্বান করিয়া সমিতির উদ্দেশ্যাবলী ও কার্যকারীতা প্রচার করিবেন। যাহাতে দেশবাসী এই সমিতির গুণাগুণ সম্বন্ধে অভিহিত হইতে পারেন। (চ) প্রত্যেক বৎসর ১০ই মাঘ তারিখে সাময়িকী, বুলেটিন, রিপোর্ট আকারে সমিতির উদ্দেশ্য, নীতি, প্রগতি ও কার্যকারীতা এবং হজরত আকদাছের ফজিলত, তাঁহার ওরছ শরীফের খবর, ইত্যাদি প্রচার করিবেন। (ছ) দেশীয় পত্রিকা, পঞ্জিকা, বেতার ইত্যাদিতে বার্তা-সরবরাহের মাধ্যমে অন্যান্য প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানাদির ন্যায় জনগণকে তাহাদের দৃষ্টিপথে এই দরবারের বৈশিষ্ট্যতার পরিচয়ের নমুনা তুলিয়া

ধরিবে। (জ) এই বেলায়তে মোত্‌লাকার বিশ্বত্রাণ কর্তৃত্ব গাউছিয়াতের পরিচয় ও ফজিলত সম্ভব হইলে বেতার মারফত বিশ্বের দ্বারে দ্বারে পৌছাইতে হইবে এবং (ঝ) বিশ্ব-সাম্যকামী সামাজিক সংস্থাগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৃষ্টি করিতে হইবে।

৯। "খাদেমানে গাউছে আজম" নামে এক স্বেচ্ছা-সেবক সংগঠন করা এবং শিক্ষা দেওয়া।

১০। এই আঞ্জুমানের সদস্য হওয়ার যোগ্যতা ও নির্দিষ্টভাবে তদনিয়মাবলীর ব্যবস্থা করতঃ নিয়ম-বিধি লিপিবদ্ধ করা।

১১। সম্ভব হইলে প্রচারের সুবিধার জন্য সমিতির নিজস্ব ছাপাখানার ব্যবস্থা করা, যাহা দ্বারা সহরের কার্যালয়ের অভাব দূরীভূত করা সম্ভব হইবে।

উদ্দেশ্যাবলীর বিশ্লেষণ

১ম উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা ঃ-

সকলের ধর্ম অনুভূতি সম্পন্ন বিবেকমতে হজরত আকদাছের প্রবর্তিত 'উছুলে ছাবয়া' বা ত্রাণ কর্তৃত্বে মুক্তি হাছিল হওয়া মতে চলা। জিকির ও ছামার মজলিসে নিয়ম-দস্তুর ও ধর্মীয় আদব রক্ষা করা, যাহাতে হাল্-জজ্‌বা ও নৈতিক চরিত্রের উন্মেষ হয়।

২য় উদ্দেশ্যের বিশ্লেষণ– (নিয়মতান্ত্রিকতা)ঃ-

(ক) 'মায়ামেলাতে এতেবারিয়া' বা পরস্পর সম্পর্ক জনিত স্বার্থ এবং 'এবাদাতে মোত্‌নাফিয়া' অর্থাৎ স্ব স্ব ধর্ম-কর্ম, নিয়মানুযায়ী নিষ্ঠার সহিত পালন করা। সব সময় বাহিরে, ভিতরে শুচি বা পাক-পবিত্র থাকিতে চেষ্টা করা যেহেতু তিনির বাণীতে এবং দৈনিক বহুবার অজু করা নিয়ম-দস্তুরে এই নৈতিকতাগুলি পরিস্ফুটিত ও বিকশিত। (খ) পরস্পরকে হালাল রুজির জন্য সম্ভবপর সহানুভূতিশীল সহযোগীতা করা। সৎরূজির উদ্দেশ্যে উপায় উদ্ভাবনে চেষ্টাশীল থাকা যাহাতে এই সমিতির জনগণ অভাবমুক্ত হইতে সমর্থ হয় এবং আত্ম-নির্ভরশীল হয়।

৩য় উদ্দেশ্যের বিশ্লেষণ ঃ-

দুর্নীতি পরায়ণ ভণ্ডলোক ছাড়া ধর্মপ্রাণ বিভোর-চিত্ত মজজুব কলন্দর, হালজজ্‌বার অধিকারী ফকিরদের প্রতি স্বার্থপর, জুলুমবাজ, আচার-ধর্ম গোঁড়াবাদ লোকের ফ্যাসাদ হইতে বাঁচিতে বা বাঁচাইতে আইনানুগ ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য স্থানীয় সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা এবং যথাযথ প্রতিকারের ব্যবস্থা করা। সম্ভবপর ফ্যাসাদ পরিহার করিয়া চলিতে চেষ্টিত থাকা।

৪র্থ উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ (ধর্ম নিরপেক্ষতা)ঃ-

কোন ধর্মীয় রীতি-নীতির বিরুদ্ধে উস্‌কানী সৃষ্টি না করা। নিজ নিজ ধর্ম বিবেক

মতে ধর্মে নিষ্ঠাবান থাকা এবং অপরকেও অনুরূপ থাকিতে সাহায্য করা।

৫ম উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ – (ঐক্যবৃদ্ধি)ঃ-

কোন বুজর্গানের তরীকার বা ধর্মীয় কর্মপন্থার বিরূপ সমালোচনা না করা। পবিত্র প্রেরণাতে অভিন্ন দেখা, যেহেতু সকলই বিভিন্নরূপ চেষ্টার ফলে কার্যক্ষেত্রে একই স্থানের সন্ধানে রত দেখা যায়; যাহাকে খাহেশাতে নফ্‌ছানীর কামস্পৃহার বিসর্জন বা বিনাশই বুঝায়।

৬ষ্ঠ ও ৭ম উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ – (প্রচার পদ্ধতি)ঃ-

রাজনৈতিক ছাড়া, ধর্ম-চর্চার নৈতিক উৎকর্ষতার উদ্দেশ্য বজায় রাখা, বিধান ধর্ম বিরোধ পরিহার করা এবং নিজ নীতিতে নিষ্ঠাবান থাকা।

এই সমিতির অন্তর্ভুক্ত জনগণের অভাব-অভিযোগাদি সরকার সমীপে পেশ করিয়া যথাযথ প্রতিকারের ব্যবস্থা করা।

৮ম উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ – (শিক্ষা পদ্ধতি)ঃ-

আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারীর ১৪/১০/৪৯ইং তারিখের সাধারণ সভার নির্ধারিত নিয়ম-দস্তুর অনুযায়ী প্রচলিত দারুত্‌-তায়ালীম শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি বিধান করা এবং প্রত্যেক শাখা-দায়রা সমিতিগুলিতে সু-শিক্ষার প্রচলন করা যাহা বয়স্ক শিক্ষাকে সামিল করে। ঐ মতে, শাখা সমিতিগুলির ২/৩ জন সদস্যকে শিক্ষা দেওয়া।

৯ম উদ্দেশ্য বিশ্লেষণঃ-

খাদেমানে গাউছে আজম নামক সেবক শাখা-সংঘকে আরো শক্তিশালী করা। প্রত্যেক শাখা-দায়রা সমিতিগুলি হইতে সেবক সংগ্রহ করা এবং শিক্ষার মান উন্নয়ন পূর্বক ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা।

১০ম উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ – (আইন-কানুন)ঃ-

(ক) আবশ্যক বোধে সমিতির কার্যকরী সংসদ উন্নতি ও প্রগতির জন্য মূলনীতি

বজায় রাখিয়া অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার নিয়ম দস্তুরের ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ থাকিবেন। শিক্ষার নিয়ম-কানুন ঠিক করিতে পারিবেন।

(খ) গত বৎসরের রিপোর্ট এবং পারিপার্শ্বিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বাজেট ও রিপোর্ট তৈয়ার করিবেন।

(গ) সদস্যদের যোগ্যতা ১৯৬৯ সালের সংশোধিত সংগঠন ফরমের ২নং (ক) ধারা মতে হইতে হইবে।

গঠনতন্ত্র

আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভান্ডারীর সংগঠন ও নিয়ন্ত্রণ।

চলিত ১৯৬৯ সালের সংশোধিত ও বর্দ্ধিত নিয়মাবলী বিগত ১৪/১০/৪৯ইং তারিখের নিয়মাবলীর সংশোধনী রূপে সাব্যস্ত হইবে।

(ক) আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভান্ডারীর সদস্য পদের যোগ্যতা।

নবী, রছুল এবং অলীয়ে কামেল বা পূর্ণ মানবতা প্রাপ্ত ব্যক্তির ফজিলতে রব্বানী বা খোদায়ী শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী মত্তয়াহেদ বা একত্ববাদী অদ্বৈত খোদার প্রতি বিশ্বাসী, কর্মফলের প্রতি আস্থাশীল ও সৎকার্যানুরাগী। নিজ নৈতিক আধার বা নাছুতী প্রেরণা হইতে মুক্তি এবং তজকীয়ায়ে নফ্‌ছ হাছিল উদ্দেশ্যে হযরত গাউছে আজম মাইজভান্ডারী (কঃ) প্রবর্তিত, বিশ্ব ত্রাণ কর্তৃত্ব সম্পন্ন اصول سبع (উছুলে ছাবয়া) বা সপ্ত পদ্ধতি। (যাহা তিন প্রকার বিনাশ ও চারি প্রকার প্রবৃত্তির মৃত্যু নামে অভিহিত)। এই সপ্ত পদ্ধতিতে আস্থাশীল সজ্ঞান বয়স্ক ব্যক্তিই এই আঞ্জুমান বা সমিতির সদস্য হইতে পরিবেন।

(খ) সভ্য-শ্রেণীঃ-

যে ব্যক্তি উপরে বর্ণিত মূল-নীতি স্বীকারে আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভান্ডারী সমিতির আইন-কানুন, নিয়ম-দস্তুর মানিয়া চলার ওয়াদা বা প্রতিজ্ঞাপত্রে দস্তখত বা টিপ-সহি দিয়া স্বীকৃতি প্রদান করেন তিনি সাধারণ সভ্যরূপে গণ্য হইবেন।

(গ) বিশেষ সভ্যঃ-

যাঁহারা উপরে বর্ণিত দস্তুর স্বীকৃতি পূর্বক সভ্য হইয়া, দরবার শরীফে প্রতিষ্ঠিত মূল কেন্দ্রীয় বা সেন্ট্রাল আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভান্ডারী কার্যালয়ে এক টাক সভ্য-ফিস দাখিল করতঃ বিশেষ সভ্যের রসিদ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা বিশেষ-

সভ্য শ্রেণীভূক্ত হইবেন। মন্তব্য ঘরে ঐ রসিদ নং উল্লেখ থাকিবে।

(ঘ) পদাধিকার বলে সভ্যঃ-

(১) মোনতাজেমে দরবারে গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল এবং হজরত আকদাছের রওজা শরীফ, হুজ্‌রা শরীফ, ওরছ শরীফ ও মেহমান খাবার এন্তেজামকারী ঐ আওলাদ ব্যক্তি একজন। (২) হজরত আকদাছের পুত্র-বংশ মনোনীত খাছ আওলাদ একজন আজীবন সভ্যপদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন। (৩) দারুত্‌-তায়ালীমের প্রধান শিক্ষক একজন, মোট তিনজন সদা সর্বদা পদাধিকার বলে সভ্য থাকিবেন।

আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভান্ডারীর সদস্যপদ লাভের স্বীকৃতিপত্র

আমি নিম্ন দস্তখতকারী স্বীকার করিতেছি যে, (ক) এই সমিতির মূল উদ্দেশ্যাবলী অর্থাৎ আমি নবী, রছুল এবং অলীয়ে কামেল বা পূর্ণ মানবতা প্রাপ্ত ব্যক্তির "ফজিলতে রব্বানী" বা খোদায়ী শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসী। (খ) অদ্বৈত খোদা শক্তিতে বিশ্বাসী ও একত্ববাদী, (গ) কর্মফলের প্রতি আস্থাশীল, (ঘ) সৎকার্যানুরাগী এবং নিজ নৈতিক আধার বা নাছুতী ভৌতিক প্রেরণার আড়াল মুক্তি ও তজকীয়ায়ে নফ্‌ছ হাছিলের উদ্দেশ্যে, হজরত গাউছুল আজম মাইজভান্ডারীর প্রবর্তিত সপ্ত-পদ্ধতি বা اصول سبع তিন প্রকার প্রবৃত্তির বিনাশ ও চারি প্রকার মৃত্যু; এই সপ্ত প্রকার বিশ্বত্রাণ কর্তৃত্ব সম্পন্ন পদ্ধতিতে আস্থাশীল, (ঙ) এই সমিতির নিয়মতান্ত্রিকতা ও আইন-কানুন সমূহ বর্তমানে যাহা আছে অবগত হইয়া স্বীকার করিতেছি যে, আমি সব সময় এই সমিতির অনুশাসন রীতিনীতি মানিয়া চলিব, (চ) আমার ধর্ম-বিশ্বাস মতে এই রীতি-নীতি মানব জাতীর নৈতিক উৎকর্ষতার জন্য একান্ত উপাদেয় ও প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি; এবং ইহা সর্বতোভাবে বিশ্ব শান্তি আনয়নকারী ও নিজপারিবারিক জীবনধারায় বান্ধবগ্রাহী, স্বাচ্ছন্দ্যদায়ী অথচ ব্যক্তি জীবনের পক্ষেও আনন্দদায়ক এবং আধ্যাত্মিকতার উন্নয়নকারী। বিশ্ব-ত্রাণ কর্তৃত্ব সম্পন্ন গুণে গুণান্বিত, (ছ) ইহাও স্বীকার করিতেছি যে, আমি সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে এই সমিতির বিরুদ্ধাচরণ বা হানিজনক কাজ করিব না। ঐরূপ অহিতকামী লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করিবনা এবং কোন প্রকার সাহায্য সহানুভূতি দিবনা। এই করারে সুস্থ শরীরে সজ্ঞানে, বিনা প্ররোচনায় বা বিনা যবরে স্বীকার সম্মত হইয়া দস্তখত বা স্বাক্ষর করিলাম এবং সভ্য শ্রেণীভুক্ত হওয়ার স্বীকৃতি প্রদান করিলাম।

২য় অনুচ্ছেদঃ-

সংগঠন

এই আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভান্ডারী নিম্নলিখিত ভাবে সংগঠিত হইবেঃ-

(ক) শাখা-দায়রা কার্যকরী সংসদঃ-

এই কার্যকরী সংসদ নিজ এলাকা বা 'জোনের' উপরে বর্ণিত যোগ্যতা সম্পন্ন ভক্তগণ লইয়া সংগঠিত হইবে। যথাঃ-

সাধারণ সভ্য এবং বিশেষ সভ্য সমভিব্যাহারে ঐ জনগণের মতামতে বিশেষ সভ্য শ্রেণীর দশজন লইয়া শাখা-দায়রা কার্যকরী সংসদ গঠিত হইতে পারিবে। প্রত্যেক দায়রা এলাকার জনগণ হইতে অন্ততঃ ২/৩ দুই কিংবা তিন জন লোক কেন্দ্রীয় মাইজভান্ডার দরবার শরীফ দারুত-তায়ালীমের শিক্ষা বা ট্রেনিং লইতে হইবে। এই সদস্য পদবীতে তাহাদের দাবী অগ্রগণ্য হইবে। তাহাদের দশজনের মধ্য হইতে একজন সভাপতি, একজন সম্পাদক ও একজন কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হইবেন।

(খ) জিলা সদর কার্যকরী সংসদঃ-

এই সংসদ সদর জিলা 'জোন' বা এলাকার বর্ণিত যোগ্যতা সম্পন্ন ভক্তগণ লইয়া গঠিত হইতে পারিবে। 'অফিস বেয়ারার' ইত্যাদি এবং শিক্ষা বা ট্রেনিং উল্লেখিত নিয়ম অনুযায়ী থাকিতে হইবে।

(গ) কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদঃ-

এই কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদে (১) মোনতাজেমে গাউছিয়া আহমদীয়া মঞ্জিল, (২) ঐ হুজুরে আকদাছের পুত্র-বংশগণের দ্বারা মনোনীত, একজন খাছ পুত্র বংশধর মনোনীত ব্যক্তি আজীবন সভ্য, (৩) দারুত তায়ালীমের প্রধান শিক্ষক, এই তিন জন

পদাধিকার বলে; অবশিষ্ট আট জনের মধ্যে একজন অর্গানাইজার, স্থানীয় দায়রা এলাকার সম্পাদক এবং বিশেষ সভ্য পদবীর একজন স্থানীয় সভ্য এবং জিলা সদর সংসদের 'অফিস বেয়ারার' এবং মনোনীত সভ্য সহ পাঁচজন। মোট ১১ এগার জন সদস্য লইয়া কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ গঠিত হইবে।

(ঘ) সর্বদলীয় সাধারণ কার্যকরী সংসদঃ-

এই সর্বদলীয় সাধারণ কার্যকরী সংসদে (১) কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের সমস্ত সদস্য, (২) জিলা সদর কার্যকরী সংসদের সমস্ত সদস্য, (৩) শাখা দায়রা সংসদের সমস্ত বিশেষ সভ্যগণ ভোট প্রদানের অধিকার সম্পন্ন সদস্য। এই সমিতির সমস্ত এলাকার সকল সংসদের সাধারণ সদস্যগণসহ সমিতির অনুগত সদস্যগণ, উপস্থিত যোগ্যতা সম্পন্ন সদস্য বলিয়া গণ্য হইবেন এবং তাঁহারা স্ব স্ব দায়রা সংসদের 'রেজুলিউশন' আকারে অথবা সাধারণ সভার মতামত, এই সর্বদলীয় সাধারণ কার্যকরী সংসদের অধিবেশন তারিখের একমাস বা ১৫ পনর দিন পূর্বে কেন্দ্রীয় অফিস মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে পৌঁছাইতে হইবে। আবশ্যক বোধে জিলা সদর অফিসেও 'কপি' দিতে পারিবে এবং এই বিষয় লইয়া সাধারণ সভায় প্রস্তাব দিতে বিশেষ সভ্যের দ্বারা মতামত ব্যক্ত করিতে বা করাইতে পারিবে।

(ঙ) কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ, সর্বদলীয় সাধারণ কার্যকরী সংসদের মঞ্জুরী সাপেক্ষে সমিতির উন্নতিকল্পে মৌলিকতা, উদ্দেশ্যাবলী, নৈতিকতা ও রীতি-নীতি বজায় রাখিয়া আইন-কানুনের পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন করিতে সক্ষম থাকিবেন। তবে সেই উপধারাটি মোন্‌তাজেম ছাহেব যদি এন্তেজাম স্বার্থ পরিপন্থী বলিয়া মনে করেন, তাহা আলোচনা সাপেক্ষে স্থগিত রাখিতে কিম্বা নাকচ করিয়া দিতে সক্ষম থাকিবেন। অর্থাৎ ভেটো প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

৩য় অনুচ্ছেদ।

(ক) অফিস বা কার্যালয় সংক্রান্তঃ-

(১) কেন্দ্রীয় সদর কার্যালয় মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ মোকামে মোন্‌তাজেম ছাহেবের এন্তেজাম বা ব্যবস্থামতে গাউছিয়া আহমদীয়া মঞ্জিলে হইবে।

(২) জিলা সদর কার্যালয় জিলা সদর এলাকার অফিস বেয়ারারদের পছন্দমতে এলাকা সদস্যগণের সম্মতিক্রমে হইতে পারিবে।

(৩) শাখা-দায়রা কার্যালয়ঃ- ঐ দায়রা এলাকা 'জোনেই' হইবে, যাহাতে সকলের যাতায়াতের সুবিধা হয়। সম্পাদক এবং সভাপতির সুবিধামতে এলাকা সদস্যগণের সম্মতিতে হইবে।

(খ) সর্বদলীয় সাধারণ কার্যকরী সংসদের অধিবেশন বা সভা সংক্রান্তঃ- (১) কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদই সকলের বিশেষ সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সর্বদলীয় সাধারণ সংসদের অধিবেশন বা সভার সময়, স্থান এবং তারিখ ঘোষণা করিবে। প্রত্যেক শাখা-দায়রা সংসদগুলিকে যথা সময়ে নোটিশ দ্বারা অবগতি করাইবে।

(২) সম্পাদক ও সভাপতি স্ব স্ব এলাকার সংসদের সদস্যগণের ভোটেই নিযুক্ত হইবে।

(৩) বার্ষিক সর্বদলীয় সাধারণ কার্যকরী সংসদের সভাপতি, কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের সভাপতিই থাকিবেন। তাঁহার অনুপস্থিতে সভার অন্যান্য সদস্যের মতামতে একজন যোগ্য ব্যক্তিকে সভাপতি সাব্যস্ত করিয়া কাজ চালাইবেন।

বার্ষিক কেন্দ্রীয় সাধারণ অধিবেশনে অত্র সংসদের স্থায়ী সভাপতি স্বয়ং অথবা আবশ্যক বোধে সমিতির উন্নতিকল্পে যে কোন সম্মানিত বা পদস্থ ব্যক্তিকে সভাপতি নির্বাচিত করিতে সক্ষম থাকিবে।

(গ) রেকর্ড ঃ-

আঞ্জুমানের প্রত্যেক কার্যালয়ের খাতা-পত্র নিম্নোক্তরূপে রক্ষিত রাখিতে হইবে।

১। সাধারণ ও বিশেষ চিহ্নিত সভ্য রেজিষ্টার।

২। নোটিশ বই।

৩। প্রসিডিং এবং রেজুলিউশন খাতা।

৪। আগত পত্রাদির ফাইল।

৫। ভাউচার ফাইল।

৬। জমা-খরচ খাতা।

৭। সেভিংস ডিপোজিট বই।

৮। এন্ট্রি এবং ডেস্‌প্যাস খাতা।

৯। মেরিট বই বা বিশেষ মন্তব্য বই।

১০। ভিজিট বই।

৪র্থ অনুচ্ছেদঃ-

শিক্ষা ব্যবস্থা

(ক) শিক্ষার কেন্দ্রীয় নিয়ম পদ্ধতি অনুযায়ী বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রত্যেক দায়রা সমিতিগুলির অবশ্য কর্তব্য বলিয়া গণ্য হইবে। সপ্তাহে কমপক্ষে একটি পাঠ নিশ্চয়ই দিতে হইবে। নচেৎ, উক্ত শাখা অকেজো বলিয়া সাব্যস্ত হইবে।

(খ) প্রত্যেক শাখা এলাকার সদস্যগণ যাহাতে স্বাবলম্বী হয় তাহার উপর চিন্তা ও অর্থকরি শিক্ষার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(গ) ২/৩ দুই কি তিন জন সদস্যকে কেন্দ্রীয় অফিস কিম্বা জিলা সদরে পাঠাইয়া শিক্ষা বা ট্রেনিং নিতে হইবে।

(ঘ) এই সব শিক্ষার ক্ষেত্রে নৈতিক শিক্ষাকেই প্রাধান্য দিতে হইবে।

(ঙ) এই দায়রা এলাকায় ন্যূনপক্ষে মাসে একবার নির্বিঘ্ন হালকা জজ্‌বার আদবমতে জলসার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহার সময়ের দূরত্ব ত্রিশ দিনের অধিক কখনো হইতে পারিবেনা।

(চ) এই মজলিশে সর্বপ্রথম গত মাসের কার্যবিবরণী পাঠান্তে ভবিষ্যতের

কর্মপদ্ধতি ঘোষণা করিবেন। এই সমিতির উন্নতির প্রতি এবং স্ব স্ব নৈতিক উন্নতির প্রতি সম্পাদক ছাহেব সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবেন।

(ছ) শেষে মোনাজাত সহকারে মজলিশ সমাপ্ত করিবেন।

৫ম অনুচ্ছেদঃ-

নিয়ম পদ্ধতি সংক্রান্ত

(ক) ১। প্রত্যেক শাখা অফিসকে স্ব স্ব এলাকার সদস্যগণের ক্রমিক নং এবং শ্রেণী উল্লেখে নাম রেজিষ্টারী বই অবশ্য রাখিতে হইবে।

২। সপ্তাহ কিংবা ১৫ দিন অন্তর অথবা প্রত্যেক মাসের পহেলা সপ্তাহে সভা বসিতে হইবে। তাহাতে শিক্ষার প্রগতি ও সমিতির উন্নতি সংক্রান্ত আলাপ আলোচনা করতঃ রেজুলিউশন আকারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(৩) প্রতি তিন মাস অন্তর সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট আকারে দরবার শরীফ কেন্দ্রীয় অফিসে পাঠাইয়া অবস্থা অবগত করিতে হইবে। তাহাতে নতুনভাবে সংগৃহীত সভ্যদের নাম, শ্রেণী উল্লেখে ক্রমিক নং সহ লিপিবদ্ধ থাকিবে।

৪। প্রতি ছয় মাস অন্তর কার্যকরী সংসদের সম্পাদক বা যে কোন অফিস বেয়ারার মাইজভাণ্ডার শরীফ কেন্দ্রীয় অফিসে উপস্থিত হইয়া, সমিতির হিসাবপত্র দেখাইয়া রিপোর্ট হাছিল করিতে হইবে এবং আবশ্যকীয় উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে যাহা ভিজিট বইতে রক্ষিত রাখিতে হইবে। ত্রৈমাসিক রিপোর্টও এই সময়ে দিতে পারিবে।

৫। জমা-খরচ খাতা পরিষ্কার ভাবে রক্ষা করিতে হইবে, যাহার পোষকে আবশ্যকীয় ভাউচার ইত্যাদিরও ব্যবস্থা থাকিবে। অন্যান্য খাতা-পত্রও যথাযথ রক্ষা করিতে হইবে।

৬। খাতা-পত্র যথাযথভাবে রক্ষা করা, সভা আহ্বান করা ও কেন্দ্রীয় অফিসে রিপোর্ট পাঠানো অফিস সম্পাদকের অবশ্য কর্তব্য।

৭। আগত পত্রাদি ক্রমিক নং পূর্বক ফাইল করিয়া রাখিতে হইবে এবং পত্র রেজিষ্টার খাতায় সংক্ষিপ্ত নোট রাখিবে।

৮। অফিস হইতে যে সব পত্র পাঠানো হয় ক্রস্‌পণ্ডিং বইতে নকল রক্ষা করিবে।

৯। নোটিশ বই এবং প্রসিডিং বইগুলি নিয়মিত রক্ষা করিতে হইবে।

(খ) কেন্দ্রীয় অফিস এবং সদর জিলা অফিসও উপরোক্ত নিয়মে খাতা-পত্র পরিষ্কারভাবে রাখিতে বাধ্য থাকিবে।

(গ) কেন্দ্রীয় কার্যালয় নিম্নভাবে দুইটি বিশেষ রেজিষ্টারী খাতা রাখিবে।

(১) সমস্ত শাখা-দায়রা সংসদ গুলির ক্রমিক নং উল্লেখে প্রেরিত রিপোর্ট ফাইল থাকিবে, যাহাতে ঐ দায়রা সমিতির কার্যকরী সংসদের সমস্ত সদস্যগণ ও অফিস বেয়ারারদের নাম ও পদবী সহ বিস্তারিত বিষয় লিখা থাকিবে। উক্ত সমিতির সাধারণ সদস্য সংখ্যা, বিশেষ সদস্য সংখ্যা ও মোট সদস্য সংখ্যা, রেজিষ্টারের উপরিভাগে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(২) এই ২নং রেজিষ্টার খাতাতে বিশেষ সভ্যগণের ক্রমিক নং ও বিশেষ ফিসের রসিদ নং উল্লেখ পূর্বক পূর্ণ নাম, পিতার নাম, গ্রাম, পোস্ট, থানা ও জিলা পরিষ্কার ভাবে লিখিতে হইবে এবং তাহা এই অফিসই রক্ষা করিবে।

৩। কেন্দ্রীয় সমিতি, জিলা সদর সমিতির নিকট অবগতির জন্য উক্ত জিলা সদর এলাকার অধীন এলাকাসমূহের বিশেষ সভ্য ও কার্যকরী দায়রা সমিতির অফিস বেয়ারারদের একখানা তালিকা পাঠাইয়া দিবে।

৪। কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ ইচ্ছা করিলে সর্বদলীয় সাধারণ সংসদের মঞ্জুরী সাপেক্ষে অর্গানাইজার নিযুক্ত, তাহার ভাতা ও আবশ্যকীয় খরচাদি মঞ্জুর করিতে এবং দিতে পারিবে। বিশেষ জরুরী খরচও চালাইয়া যাইতে পারিবে।

(ঘ) ১। ঐ জিলা সমিতিগুলি নিজ এলাকার সভ্যদের নাম ছাড়াও কেন্দ্রীয় সমিতির দেওয়া সদস্যগণের নামের একটি তালিকা সমিতির ভিন্ন ভিন্ন সংসদের নাম উল্লেখপূর্বক তদ্‌ এলাকার বিশেষ সভ্যগণের নামে প্রেরিত একখানা ফাইল বা তালিকা রাখিবে।

২। আবশ্যক বোধে জিলা সমিতি শাখা-সমিতিগুলির খাতাপত্র দেখিতে এবং প্রয়োজনীয় ভিজিট-রিমার্ক বা মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিতে পারিবে। ভিজিট রিপোর্টের একখানা কপি নিজে রাখিবে এবং অবগতির জন্য কেন্দ্রীয় অফিসে এক কপি পাঠাইবে।

৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদ

তহবিল সংক্রান্ত

(ক) দায়রা সমিতির তহবিলঃ- তাহাদের সংগৃহীত দান, চাঁদা, এই এলাকার জনগণ কর্তৃক দান করা, উইল বা ওয়াক্‌ফ করা স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির আয়, তাহা দ্বারা গঠিত ও অর্জিত তহবিল সমূহ এই দায়রা সমিতির জিম্মা সম্পত্তি বলিয়া সাব্যস্ত হইবে। সংগৃহীত টাকা বা সম্পদ কিম্বা স্থাবর সম্পত্তির সংবাদ তিন মাসের মধ্যে কেন্দ্রীয় অফিসকে অবশ্য জানাইতে হইবে।

(খ) জিলা সদর সমিতিঃ- এই সমিতির তহবিলও ঐভাবে গঠিত হইতে পারিবে। ইহা ছাড়াও জিলা সমিতির রায় বা স্কীম মতে সংগৃহীত সম্পদ বা সমিতির অর্থদ্বারা সংগৃহীত, সঞ্চিত স্থায়ী ও অস্থায়ী সম্পত্তি কিম্বা সম্পদ বা অর্জিত আয় সমস্তই এই জিলা সদর সমিতির জিম্মা সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে। যথাঃ- ম্যাগাজিন আয়-ব্যয়, ইত্যাদি এজেন্সী সহ।

(গ) কেন্দ্রীয় সমিতির তহবিলঃ আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভান্ডারীর কেন্দ্রীয় সমিতির এই উদ্দেশ্যে উদ্যোগ, আয়োজন দ্বারা সংগৃহীত দান, চাঁদা এবং এই উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় প্রণোদিত ও প্রদত্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ অথবা উইল বা ওয়াক্‌ফ করা ভূ-সম্পত্তির আয়।

২। শাখা-দায়রাগুলির অনুমোদন ফি, ঐ দায়রা এলাকার বিশেষ সভ্য ফি ও ট্রেনিং ভাতা, চাঁদা বা গ্র্যান্ডসমূহ ও অনুমোদন ফি।

৩। (ক) সর্বদলীয় সাধারণ অধিবেশন বা কন্‌ফারেন্স ডেলিগেট ফিস, (খ)

দারুত-তায়ালীম বা শিক্ষা পদ্ধতির উৎকর্ষতা ও প্রসারের জন্য শিক্ষানুরাগীর দান ইত্যাদি, (গ) শাখা-সমিতিগুলি হইতে আগত ট্রেনিং প্রার্থীর আবশ্যকীয় খরচের জন্য আয় সমূহ, (ঘ) এই আঞ্জুমানে দান করা বই পুস্তকের আয় সমূহ, (ঙ) এই সমিতির নিজস্ব ছাপানো বই পুস্তক, পাম্পলেট ইত্যাদির আয়, (চ) জিলা সমিতি ও শাখা সমিতি সমূহের প্রদত্ত মঞ্জুরী সমূহ, কেন্দ্রীয় সমিতির জিম্মা সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে।

৭ম অনুচ্ছেদঃ-

মতামত ব্যক্ত ও ভোট প্রদানে স্বাধীনতা

(ক) ১। যাহারা শাখা-দায়রা সংসদের সাধারণ সভ্য তাহারা ঐ এলাকার দায়রা সংসদ গঠিত হওয়ার সময় বিশেষ সভ্য শ্রেণীর প্রার্থী সদস্যগণকে ভোট দিয়া নির্বাচিত করিতে পারিবেন। বিশেষ সভ্য শ্রেণীভুক্ত না হইয়া কেহ কার্যকরী সংসদের প্রার্থী বা সদস্য হইতে পারিবেন না।

২। যাহারা এই সাধারণ সভ্য পদবী ছাড়া কেন্দ্রীয় সংসদ মাইজভাণ্ডার শরীফ অফিসে ১ টাকা ফিস দিয়া রসিদ হাছিল পূর্বক বিশেষ সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন তাহারা শাখা দায়রা সংসদে ঐ এলাকার কার্যকরী সংসদের সদস্য পদপ্রার্থী ও অধিকাংশ ভোটে নির্বাচিত হইতে যোগ্য বলিয়া সাব্যস্ত হইবেন।

৩। এই কার্যকরী সংসদের অধিকাংশ ভোটে সম্পাদক বা সভাপতি নির্বাচিত হইতে পারিবে। কোষাধ্যক্ষ যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি হইবে বিধায়, সম্পাদক বা সভাপতির প্রস্তাবে অধিকাংশ সদস্যের মতামতে নিযুক্ত হইবে।

৪। এই বিশেষ শ্রেণীর সভ্যগণ কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ এবং জিলা সদর সংসদে উপস্থিত হইয়া মতামত ব্যক্ত করিতে পারিবেন।

(খ) ১। শাখা সংসদের নির্বাচিত সদস্যগণ অফিস বেয়ারার বা ভারপ্রাপ্ত সদস্য কেন্দ্রীয় অফিসে বা জিলা সদর অফিসে হাজির হইয়া হিসাবপত্র দেখাইতে, ভিজিট

বইতে রিমার্ক বা মন্তব্য ও রিপোর্ট লেখাইয়া নিতে পারিবে এবং অফিস রিপোর্টও দিতে পারিবে। বিশেষ সভ্য ফি জমা দিয়া রসিদও গ্রহণ করিতে পারিবে।

২। কোষাধ্যক্ষ নিজ হাতে জরুরী খরচের জন্য এক নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা হাতে জমা রাখিতে পারিবে। অতিরিক্ত টাকা পোস্টাল সেভিংস ব্যাঙ্কে কিম্বা কোন রেজিষ্টার্ড ব্যাঙ্কে জমা দিতে হইবে।

৩। উক্ত জমা টাকা উঠাইবার বেলায়, কমিটির মতামতে সম্পাদক বা সভাপতি সাহেবের দস্তখত ছাড়া উঠাইতে পারিবেনা। যুক্ত স্বাক্ষর ছাড়া উঠান বে-আইনী সাব্যস্ত হইবে।

৪। এই শাখা সমিতিগুলি সর্বদলীয় সাধারণ সভায় বা সংসদে কোনরূপ মতামত ব্যক্ত করিতে চাহিলে, এক মাস পূর্বে লিখিত মতামত বা প্রবন্ধ কেন্দ্রীয় অফিস মাইজভাণ্ডার মোকামে পৌছাইতে হইবে। ইচ্ছা করিলে জিলা সদর অফিসে কপি দিতে পারিবে।

৫। সাধারণ সভ্যগণও দর্শক হিসাবে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন কিন্তু চেয়ারম্যান-এর অনুমতি ব্যতীত কোন মতামত ব্যক্ত করিতে পারিবেন না।

(গ) ১। কোন সদস্য বা সভ্য সভা চলাকালীন সময়ে ব্যক্তিগত আক্রমণ বা কথার ভিতরে উষ্মা, ব্যঙ্গোক্তি, অসৌজন্য ব্যবহার বা উত্তেজনা দেখাইতে পারিবেনা; করিলে, শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য দোষী সাব্যস্ত হইয়া বহিষ্কারের শাস্তি ভোগ করিতে বাধ্য থাকিবে।

২। এই সমিতির অধিবেশন চলাকালীন সময়ে সংযম, ধৈর্য্য, সৌজন্যতা বজায় রাখিয়া অধিকার সম্পন্ন ব্যক্তি প্রস্তাব পেশ ও মতামত ব্যক্ত করিতে পারিবেন।

৩। সভার বাহিরে কোন প্ল্যাটফরমে, পত্রিকায় বা জন সমাজে এই সমিতির স্বার্থ বিরোধী কথা বার্তা ও মতামত ব্যক্ত করিতে পারিবেনা। কুৎসা প্রকাশ ইত্যাদি নীতি-বিরুদ্ধ বিধায়, ঐ ব্যক্তি সমিতির সদস্য পদ হইতে বঞ্চিত হইতে বাধ্য থাকিবে।

(ঘ) ১। এলাকার কোন সদস্যের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব দিতে হইলে তাহাও সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের কার্যালয় মাইজভান্ডার শরীফ মোকামে পৌঁছাইতে হইবে।

২। কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ তদন্তক্রমে ঐ ব্যক্তি বা সংসদকে সম্যক বরখাস্ত বা বাতেল করিতে পারিবেন। হঠাৎ প্রয়োজন হইলে মোন্তাজেম ছাহেব নিজেই বরখাস্ত করিতে পারিবেন, কিন্তু পরবর্তী সভায় কার্যকরী সংসদের মঞ্জুরী লইতে হইবে।

৩। যে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করিতে হইলে উক্ত এলাকার অধিকাংশ সভ্যের মতামত দরকার হইবে।

৪। মোন্‌তাজেমের অপসারণ ও নিযুক্তির ব্যাপারে হজরত আকদাছের পুত্র বংশের সংখ্যাধিক্যের মতাদিতে সাব্যস্ত হইবে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এই ব্যাপারে উপরে বর্ণিত নিজ 'ভেটো' ক্ষমতা কার্যকরী হইবেনা।

৫। এমতাবস্থায় তাঁহাদের প্রস্তাবিত দ্বিতীয় একজন পুত্র-বংশীয় সুযোগ্য ব্যক্তিকে মোনতাজেম স্বীকারে সমিতির কাজ চালাইয়া যাইতে পারিবেন।

(ঙ) ১। এই এন্‌তেজামীয়া সংসদগুলি তিন হইতে পাঁচ বৎসরের ভিতর পুনঃ গঠিত হইতে হইবে।

২। যেই কোন শাখা দায়রা সংসদকে এই সময়ের মধ্যে বরখাস্ত বা বাতেল ঘোষণা করিতে হইলে তাহাতে জেনারেল সংসদের মঞ্জুরী দরকার হইবে।

(চ) ১। কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি নিজ আয় ব্যয় সমবৎসরের কার্য-বিবরণী এবং শাখা সমিতিগুলির অবস্থা সম্বলিত রিপোর্ট ও সদর জিলা সমিতির কার্যক্রম সম্বলিত বার্ষিক রিপোর্ট, অডিট রিপোর্টসহ জেনারেল কমিটিতে দাখিল করিয়া মঞ্জুরী গ্রহণ করিতে হইবে।

২। এই মঞ্জুরীকৃত রিপোর্ট কপি প্রত্যেক শাখা সংসদ গুলিকেও দিতে হইবে।

৮ম অনুচ্ছেদঃ-

-তহবিল ও কোষাধ্যক্ষ সংক্রান্ত-

(ক) ১। কোষাধ্যক্ষ স্থানীয় বিশ্বস্ত সমর্থশালী ব্যক্তি হইতে হইবে। অথবা স্থানীয় গদি, তহবিল কিম্বা পোস্টাল সেভিংস ব্যাঙ্ক বা রেজিষ্টার্ড ব্যাঙ্ক হইতে হইবে।

২। কোষাধ্যক্ষ কিম্বা সম্পাদক বা সভাপতি যে কেহ টাকা জমা রাখিতে পারিবেন। উঠাইবার বেলায় দুইজনের যুক্ত স্বাক্ষর ছাড়া উঠানো অসিদ্ধ ও বে-আইনী হইবে।

৩। যে কোন প্রকার তছরোফ প্রমাণিত হইলে তাহাকে বরখাস্ত করিয়া দ্বিতীয় বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতে পারিবেন। তছরোফ কারীর বিরুদ্ধে আইনতঃ যে কোন প্রকার প্রতিকার করিতে ও তছরোফকৃত টাকা উসুল করিয়া লইতে কার্যকরী সংসদের সদস্যগণ সর্বতোভাবে সমর্থ থাকিবেন। সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় অফিস মাইজভান্ডার শরীফ মোন্‌তাজেম ছাহেবকে অবগত করিতে হইবে। এহেন অবস্থায় তিনি কোন রুলিং দিলে তাহা কার্যকরী সংসদের সিদ্ধান্তেই চরম সাব্যস্ত হইবে।

(খ) ১। কেন্দ্রীয় সংসদ কোষাধ্যক্ষের নিকট ১০০০ (এক হাজার) টাকা পর্যন্ত জমা রাখিতে পারিবেন। হক ব্রাদার্স মালিকানা ব্যাঙ্কের জেনারেল তহবিল বা প্রাইভেট ব্যাঙ্কের জমা খরচ খাতা এই হিসাবের কোষাধ্যক্ষ সাব্যস্ত থাকিবে। বেশী টাকা যে কোন রেজিষ্ট্রার্ড ব্যাঙ্কে জমা রাখিবে।

২। জিলা সদর সংসদ জরুরী বা দৈবাৎ খরচের জন্য কোষাধ্যক্ষের নিকট ১০০ (একশত) টাকা পর্যন্ত জমা রাখিতে পারিবে। বেশী টাকা যে কোন রেজিষ্টার্ড ব্যাঙ্কে জমা রাখিতে হইবে।

৩। শাখা দায়রা সংসদ কোষাধ্যক্ষের নিকট ২৫ (পঁচিশ টাকা) পর্যন্ত প্রয়োজনীয় খরচের জন্য রাখিতে পারিবে। অবশিষ্ট টাকা পোস্টাল সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা রাখিতে হইবে। উঠাইবার বেলায় উপরোক্ত নিয়মানুযায়ী দুইজনের যুক্ত স্বাক্ষরের প্রয়োজন হইবে। বে-আইনী কাজের জন্য সকলই সর্বতোভাবে দায়ী থাকিবে।

৯ম অনুচ্ছেদঃ-

জায় খরচ সংক্রান্ত

১। প্রত্যেক শাখা দায়রা সমিতি নিম্নোক্তভাবে খরচ করিতে পারিবে।

(ক) কন্টিজেন্সি খরচ।

(খ) দারুত-তায়ালীম বা বয়স্ক শিক্ষাগারের ভাতা ও বেতন খরচ।

(গ) প্রত্যেক এলাকার মাসিক জলসা খরচ স্ব স্ব এলাকা বহন করিবে।

২। জিলা সদর সমিতির খরচের জায়ঃ-

(ক) কন্টিজেন্সি বা খাতাপত্র ও শিক্ষোপকরণ খরচ।

(খ) এই এলাকায় প্রতিষ্ঠিত বয়স্ক শিক্ষাগারের শিক্ষক-ভাতা ও বেতন খরচ।

(গ) এই সদর এলাকাতে এবং তাহার অন্তর্গত সমস্ত শাখা এলাকাতে প্রচার খরচ।

(ঘ) ঐ এলাকার মাসিক জলসা খরচ।

(ঙ) বার্ষিক সাময়িকী বা ম্যাগাজিন ও পাম্পলেট ইত্যাদির খরচ।

৩। কেন্দ্রীয় আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারীর জায় খরচঃ-

(ক) কন্টিজেন্সি ও শিক্ষোপকরণ খরচ।

(খ) এই কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত দারুত-তায়ালীমের শিক্ষকের বেতন খরচ।

(গ) অর্গানাইজার ভাতা এবং প্রচার খরচ।

(ঘ) আইনজ্ঞ ভাতা।

(ঙ) কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ এবং সর্বদলীয় সংসদের সভার খরচ।

(চ) বার্ষিক রিপোর্ট।

(ছ) অডিটর কমিশন।

(জ) অতিরিক্ত কাজের জন্য অফিস সম্পাদকের ভাতা খরচ।

(ঝ) ট্রেনিং ও শিক্ষা উপলক্ষে বই পুস্তকের খরচ।

(ঞ) খাদেমানে গাউছে আজম মাইজভান্ডারী সেবক সঙ্ঘের আবশ্যকীয় ভাতা ও রাহা খরচ, য়্যুনিফরম, বেইজ, ইত্যাদি খরচ।

(ট) সম্ভব হইলে দুর্গত সভ্যভুক্ত ভক্তকে আর্থিক বা মেটেরিয়েলস সাহায্য করা।

(ঠ) টেলিগ্রাম, ট্রাঙ্কল, পত্রিকা ও বেতার মারফতে প্রচার ইত্যাদি খরচ (প্রত্যেক দায়রা, জিলা ও কেন্দ্রীয় সংসদের) নিজ দায়িত্বে থাকিবে।

কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ

আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভান্ডারী,
গাউছিয়া আহমদীয়া মঞ্জিল,
মাইজভান্ডার দরবার শরীফ।
পোস্টঃ ভান্ডার শরীফ,
চট্টগ্রাম।

সমাপ্ত

গঠনতন্ত্রে সংযোজন

বর্তমান যুগের চাহিদা এবং সংগঠনের সংখ্যা উত্তোরোত্তর বৃদ্ধির কারণে অছিয়ে গাউছুল আজম, খাদেমুল ফোক্‌রা হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ) কর্তৃক ১৯৬৯ ইংরেজী সালে প্রদত্ত গঠনতন্ত্র অবিকৃত রেখে কিছু ধারা-উপধারা সংযোজন করা হলো।

১. জেলা কার্যকরী সংসদ/জেলা কমিটি ঃ- বাংলাদেশের প্রত্যেক জেলা ওয়ারী কমিটি গঠন।

২. মহানগর/উপজেলা/থানা ঃ- মহানগর কমিটি, উপজেলা কমিটি, থানা কমিটি গঠন।

৩. শাখা কমিটি ঃ- "গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া খেদমত কমিটি গঠন।

৪. বিভাগীয় কমিটি ঃ- জেলার কার্যক্রম অধিকতর বিস্তৃত হলে বিভাগীয় কমিটি গঠন।

৫.আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কমিটি ঃ- বিশ্বের প্রতিটি দেশে "আন্তর্জাতিক" কমিটি গঠন।

অঙ্গ সংগঠনসমূহ ঃ-

১. গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া ওলামা কমিটি।
২. মাইজভাণ্ডারী শাহ্ এমদাদীয়া সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কমিটি।
৩. মাইজভাণ্ডারী শাহ্ এমদাদীয়া জনসংযোগ ও প্রচার কমিটি।
৪. মাইজভাণ্ডারী শাহ্ এমদাদীয়া ব্লাড ডোনার্স গ্রুপ।
৫. গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী রিচার্স ইনস্টিটিউশন।
৬. মাইজভাণ্ডারী ফাউন্ডেশন।
৭. মাইজভাণ্ডারী প্রকাশনী।

কেন্দ্রীয় কর্মকর্তাদের পদবী ঃ-

ক্রমিক	পদবী
১।	সভাপতি
২।	সহ সভাপতি
৩।	সচিব
৪।	যুগ্ম সচিব
৫।	দারুত্ব-তায়ালীমের প্রধান শিক্ষক
৬।	সাংগঠনিক সম্পাদক
৭।	জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক
৮।	দপ্তর ও পাঠাগার সম্পাদক
৯।	সমাজ কল্যাণ সম্পাদক
১০।	আইন বিষয়ক সম্পাদক
১১।	সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক

পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনে নিম্নোক্ত পদবীসমূহ প্রযোজ্য ঃ-

ক্রমিক	পদবী
১।	সভাপতি
২।	সহ-সভাপতি
৩।	সাধারণ সম্পাদক
৪।	কোষাধ্যক্ষ
৫।	দারুত্ব-তায়ালীমের প্রতিনিধি
৬।	সাংগঠনিক সম্পাদক
৭।	জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক
৮।	দপ্তর সম্পাদক
৯।	সমাজ কল্যাণ সম্পাদক
১০।	সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক

প্রাথমিক পর্যায়ে গঠিত কমিটিসমূহের জন্য নিম্নোক্ত পদবীসমূহ প্রযোজ্য ঃ-

ক্রমিক	পদবী
১।	আহবায়ক
২।	যুগ্মআহবায়ক
৩।	সদস্য সচিব
৪।	নির্বাহী সদস্য
৫।	নির্বাহী সদস্য
৬।	নির্বাহী সদস্য
৭।	নির্বাহী সদস্য
৮।	নির্বাহী সদস্য
৯।	নির্বাহী সদস্য
১০।	নির্বাহী সদস্য

** কেন্দ্র, জেলা, মহানগর, উপজেলা ও শাখার নির্বাহী কমিটিতে কোন পদ শূন্য হলে উক্ত পদে কার্যকরী সংসদের সভায় শূন্য পদ পূরণার্থে কো-অফ্ট করা যাবে এবং সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদে প্রেরণ করতে হবে।